১

সামষ্টিক অর্থনীতির মৌলিক ধারণাসমূহ
Fundamental Concepts of Macroeconomics

ভূমিকা

সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের সাথে সাথে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক চাহিদার পরিধি, বিষয়বস্তু, প্রকৃতি ও পরিমাণের অর্থাৎ মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের পরিবর্তন ও প্রসার ঘটছে। দিন দিন মানুষের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটছে। মানব সভ্যতার ইতিহাস থেকে অর্থনৈতিক চিন্তাধারার প্রক্রিয়াগত বিবর্তন সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায়। আধুনিককালে অর্থনীতির ব্যাপক তাকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করার প্রয়োজনে ব্যষ্টিক অর্থনীতি ও সমষ্টিক অর্থনীতি নামে একে দুটি প্রধান শাখায় বিভাজন করা হয়। ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে অর্থনীতির বিভিন্ন ধারশসণা বা বিষয়কে ক্ষুদ্র, খণ্ডিত এবং ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হয়। যেমন : একজন ভোক্তার ভাগ আচরণ, একটি ফার্মের উৎপাদন সিদ্ধান্ত প্রভৃতি। কিন্তু এরূপ একজন ভোক্তা বা একটি ফার্মের আচরণ দ্বারা সমগ্র বা জাতীয় অর্থনীতি সম্পর্কে মন্তব্য করা সম্ভব নয়। অর্থনর্তিতির সামগ্রীক চিত্র বুঝতে হলে দেশের সকল জনগণের তথা ভোক্তার চাহিদা বা সামগ্রীক চাহিদা, সামগ্রীক যোগান, রাজস্বনীতি, আর্থকনীতি, বিনিময় হার নীতি, বিভিন্ন অর্থনৈতিক মডেল, বাণিজ্য চক্র, ভারসাম্য নির্ধারণ এরূপ ধারণাসমূহ বোঝা প্রয়োজন। এসব সামষ্টিক ধারণাসমূহের আলোচনাই হচ্ছে সামষ্টিক অর্থনীতির বিষয়বস্তু। এ ইউনিটে সামষ্টিক অর্থনীতির প্রাথমিক এ ধারণাসমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় দুই সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১.১: ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি
পাঠ-১.২: অর্থনৈতিক মডেল
পাঠ-১.৩: বাণিজ্য চক্র
পাঠ-১.৪: সামগ্রিক চাহিদা
পাঠ-১.৫: সামগ্রিক যোগান

পাঠ ১.১ ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি
Micro and Macro Economics

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- ব্যষ্টিক এবং সামষ্টিক অর্থনীতি সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- ব্যষ্টিক এবং সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- সামষ্টিক অর্থনীতির হাতিয়ার সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

মূলপাঠ :

ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি

Micro and Macro Economics

বর্তমানকালে অর্থনীতির আওতা অনেক প্রসারিত। অর্থনীতির বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও বাস্তব ধারণাকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করার জন্য এর বৃহৎ আওতাকে ১৯৩৩ সালে ওসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক **রাগনার ফ্রিশ** (Ragner Frisch) ব্যষ্টিক অর্থনীতি (Micro Economics) ও সামষ্টিক অর্থনীতি (Macro Economics) নামে দুভাগে বিভক্ত করেন। বর্তমানে জটিল অর্থনৈতিক সমস্যার আলোচনার ক্ষেত্রে এ শব্দ দুটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। গত শতাব্দীতে (১৯৩০–৩৩) মহামন্দার পূর্বে ব্যষ্টিক অর্থনীতি এবং এরপর মহামন্দার কারণ ও তার প্রতিকার নির্ণয়ে লর্ড জে. এম. কেইন্স (Lord. J.M. Keynes) কর্তৃক ১৯৩৬ সালে তাঁর প্রকাশিত "The General Theory of Employment, Interest and Money". গ্রন্থ প্রকাশের পর সামষ্টিক অর্থনীতির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

ব্যষ্টিক অর্থনীতি

Micro Economics

ব্যষ্টিক শব্দটি ইংরেজি Micro ও গ্রিক Mikros এর শাব্দিক অর্থ। এর বাংলা অর্থ অতি ক্ষুদ্র (very small)। **অর্থনীতির প্রতিটি এককের আচরণ ও কার্যকলাপ যখন পৃথক পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, তখন তাকে ব্যষ্টিক অর্থনীতি বলে।** যেমন– ব্যক্তিগত–চাহিদা, যোগান, আয়, ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ এবং কোনো একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়, মুনাফা প্রভৃতি ব্যষ্টিক অর্থনীতির উদাহরণ হিসেবে বিবেচ্য।

অর্থনীতিবিদ কে. ই. বোলডিং (K.E. Boulding)-এর মতে, "ব্যষ্টিক অর্থনীতি এক একটি ফার্ম, প্রত্যেক পরিবার, প্রত্যেকটি দ্রব্যের দাম, মজুরি, আয়, প্রত্যেকটি শিল্প এবং প্রত্যেক দ্রব্য সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করে।"[১]

অধ্যাপক হেন্ডারসন এবং কুয়ান্ট-এর ভাষায়, "ব্যষ্টিক অর্থনীতি হলো ব্যক্তির এবং সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের আলোচনা।"[২]

অধ্যাপক মরিস ডব-এর মতে, "অর্থনীতির আণুবীক্ষণিক (microscopic) অবলোকন ও বিশ্লেষণকে ব্যষ্টিক অর্থনীতি বলে।"

প্রখ্যাত **অর্থনীতিবিদ ও. এম. এমোস** (Orley M. Amos JR)-এর মতে, "ব্যষ্টিক অর্থনীতি হলো অর্থনীতির একটি শাখা যা অর্থনীতির একটি অংশ আলোচনা করে।"[৩]

---

১. "Microeconomics is the study of particular firms, particular households, individual prices, wages, incomes, individual industries, particular commodities." –K.E. Boulding

২. "Microeconomics, which is the study of the economic actions of individuals and well-defined groups of individuals." –J.M. Henderson & R.E. Quandt : Microeconomic Theory

ব্যষ্টিক অর্থনীতির মূল আলোচ্য বিষয় নিম্নে প্রবাহচিত্রে দেখানো হলো :

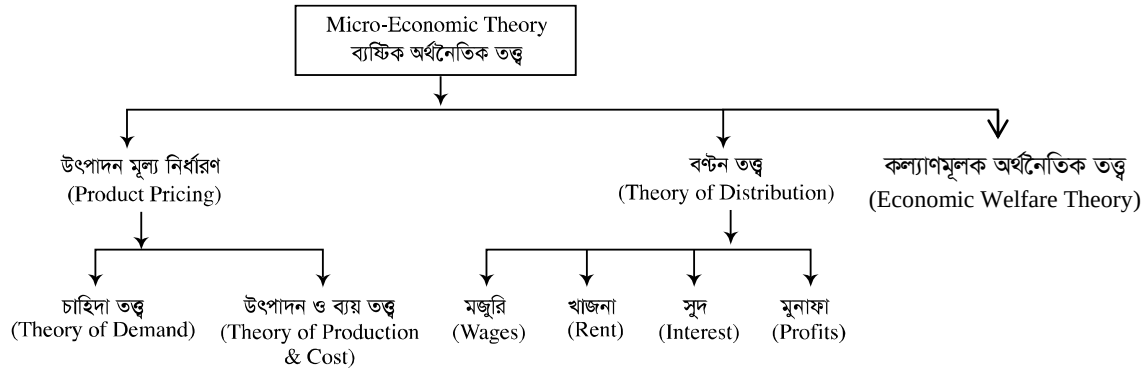

চিত্র ১.১

উপরিউক্ত সংজ্ঞাসমূহ ও প্রবাহচিত্র থেকে বোঝা যায় যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককের পৃথক পর্যালোচনার সঙ্গে সীমিতভাবে এককগুলোর যৌথ পর্যালোচনাও ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে স্থান পায়।

সামষ্টিক অর্থনীতি

Macro Economics

সামষ্টিক শব্দের ইংরেজি শব্দ Macro এবং গ্রিক শব্দ Makros যার বাংলা অর্থ বড় বা সামগ্রিক (Large বা whole)। **অর্থনীতির আওতাভুক্ত কোনো বিষয়কে যখন সামগ্রিক বা জাতীয় পর্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়, তখন তাকে সামষ্টিক অর্থনীতি বলে।** অর্থনীতির যেকোনো বিষয়ের সব এককের আচরণ বা কার্যাবলি সমষ্টিগতভাবে আলোচনা করা হয় এ শাখায়। যেমন–সামগ্রিক চাহিদা, সামগ্রিক যোগান, সামগ্রিক ভোগ, সাধারণ মূল্যস্তর, মজুরি স্তর, জাতীয় আয়, সামগ্রিক বিনিয়োগ ব্যয়, জাতীয় সঞ্চয়, নিয়োগ স্তর প্রভৃতি সামষ্টিক অর্থনীতির উদাহরণ হিসেবে স্বীকৃত।

অধ্যাপক কে. ই. বোলডিং-এর মতে, "সামষ্টিক অর্থনীতি কোনো ব্যক্তির আয়ের পরিবর্তে জাতীয় আয়, কোনো নির্দিষ্ট দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তে সাধারণ মূল্যস্তর, দ্রব্যের ব্যক্তিগত উৎপাদনের পরিবর্তে জাতীয় উৎপাদন আলোচনা করে।"[৪]

অর্থনীতিবিদ জি. অ্যাকলের মতে, "সামষ্টিক অর্থনীতি বৃহদায়তন পরিবেশে অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করে।"

অধ্যাপক হেন্ডারসন (Henderson) এবং কুয়ান্ট (Quandt)-এর মতে, "সামষ্টিক অর্থনীতি আলোচনা করে সামগ্রিক বিষয়াদি যেমন মোট কর্মসংস্থান, জাতীয় আয় প্রভৃতি।"[৫]

ও. এম. এমোস (Orley M. Amos JR)-এর ভাষায়, "Macro Economics is the branch of Economics that studies the entire economy." অর্থাৎ সামষ্টিক অর্থনীতি হচ্ছে অর্থনীতির শাখা যা সমগ্র অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করে।

অধ্যাপক স্যামুয়েলসন ও নরড্যুস-এর মতে, বাহ্যিক চলককে অনিয়ন্ত্রিত ধরে নিয়ে অর্থনৈতিক নীতির মাধ্যমে সামগ্রিক লক্ষ্যে উপনীত হবার প্রচেষ্টা যে বিষয়ের মাঝে নিহিত, তাই হলো সামষ্টিক অর্থনীতি।

সামষ্টিক অর্থনীতির মূল আলোচ্য বিষয় নিম্নের প্রবাহচিত্রে দেখানো হলো :

---

৩. "Micro Economics is the branch of Economics that studies parts of the Economy." –Orley M. Amos

৪. "Macro economics deals not with individual incomes but with national income; not with individual prices but with the general price level; not with individual output but with national output." –K.E.Boulding

৫. "Macro Economics, which is the study of broad aggregates such as total employment and national income." [Microeconomic Theory] –Prof. Henderson & Quandt.

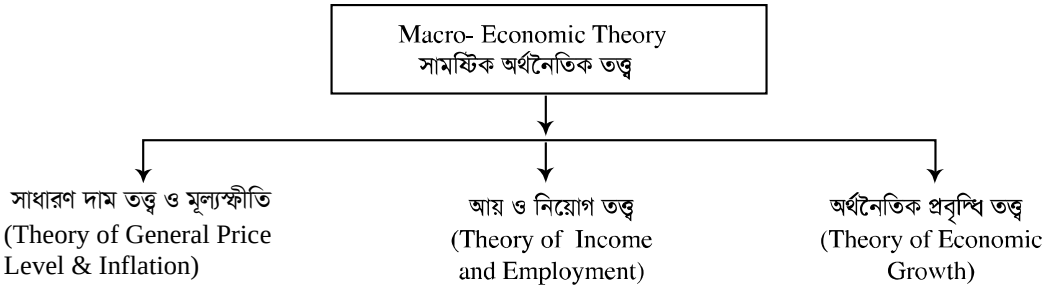

চিত্র ১.২:

অতএব আলোচনা থেকে ধারণা লাভ করা যায় যে, সামষ্টিক অর্থনীতি পূর্ণ নিয়োগ, বেকার সমস্যা, সামগ্রিক ভোগ ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত তত্ত্ব/সমস্যা, অর্থের চাহিদা ও যোগান, সামষ্টিক বণ্টন ধারণা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি, মুদ্রা সংকোচন, মুক্তবাজার অর্থনীতি, বাণিজ্যচক্রের উত্থান-পতনসহ অর্থনৈতিক জীবনের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করে।

ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য

Difference between Micro and Macro Economics

ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি সমান্তরাল ধারায় প্রবাহিত। উভয়েই সমমর্যাদাসম্পন্ন হলেও এদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান; যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

বিষয়	ব্যষ্টিক অর্থনীতি	সামষ্টিক অর্থনীতি
১। সংজ্ঞা	অর্থনীতির যে শাখায় অর্থব্যবস্থার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একক যেমন–একজন ভোগকারী, একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠান, একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির আচরণ বিশ্লেষণ করা হয়, তাকে ব্যষ্টিক অর্থনীতি বলে।	অর্থনীতির যে শাখায় অর্থব্যবস্থার সামগ্রিক দিক তথা-মোট ভোগ ব্যয়, মোট বিনিয়োগ ব্যয়, জাতীয় আয় ইত্যাদি আলোচনা করা হয়, তাকে সামষ্টিক অর্থনীতি বলে।
২। অর্থ	ব্যষ্টিক বা Micro শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র।	সামষ্টিক বা Macro শব্দের অর্থ হলো বৃহৎ।
৩। উদ্ভব	Micro শব্দটি গ্রিক শব্দ Mikros হতে উদ্ভূত।	Macro শব্দটি প্রাচীন গ্রিক শব্দ Makros হতে উদ্ভূত।
৪। আলোচনা	এখানে অর্থনীতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়।	এখানে অর্থনীতির সামগ্রিক দিকের ওপর আলোকপাত করা হয়।
৫। বিশ্লেষণ	এতে একক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক সমস্যাবলি নিয়ে আলোচনা করা হয়। যেমন–ভোক্তার আচরণ বিশ্লেষণ ইত্যাদি।	এতে অর্থনীতির বিষয় বা এককসমূহ পৃথকভাবে আলোচনা করে সামগ্রিক বিশ্লেষণ করা হয়। যেমন–জাতীয় সঞ্চয়, জাতীয় ভোগ ব্যয় ইত্যাদি।
৬। পরিধি	ব্যষ্টিক অর্থনীতির আওতা এবং পরিধি ক্ষুদ্র।	সামষ্টিক অর্থনীতির আওতা এবং পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত।
৭। যোগসূত্র	পৃথক পৃথকভাবে সমস্যা আলোচনা করা হয় বিধায় এদের মধ্যে কোনো যোগসূত্র থাকে না।	সামগ্রিক বিশ্লেষণ করা হয় বলে এদের মধ্যে যোগসূত্র থাকে।
৮। চিত্র	এর মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির খণ্ড বা আংশিক চিত্র পাওয়া যায়।	এর মাধ্যমে দেশের অর্থব্যবস্থার সামগ্রিক বা পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়।

বিষয়	ব্যষ্টিক অর্থনীতি	সামষ্টিক অর্থনীতি
৯। মূল ও মূল্যায়ন	এর মাধ্যমে কোনো সমস্যার মূলে প্রবেশ করা যায়।	এর মাধ্যমে সমস্যার সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হয়।
১০। ভুল সিদ্ধান্ত	ব্যষ্টিক অর্থনীতি অনেক সময় ভুল সিদ্ধান্ত দেয়। যেমন–মন্দার সময় ব্যক্তির সঞ্চয়ের উপযোগিতা থাকলেও সামগ্রিক সঞ্চয়ের উপযোগিতা নেই।	পক্ষান্তরে, এতে ব্যষ্টিক অর্থনীতির তুলনায় ভুল সিদ্ধান্ত কম হয়।
১১। পূর্ণ নিয়োগ	ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে দেশে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা বিরাজমান বলে ধরে নেয়া হয়। কিন্তু এটি অবাস্তব ধারণা।	অপরদিকে, সামষ্টিক অর্থনীতিতে কখনোই দেশে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা বিদ্যমান ধরে নেয়া যায় না।
১২। আংশিক বনাম সামগ্রিক ভারসাম্য	যেকোনো একক খাতের ভারসাম্য বিশ্লেষণ তথা আংশিক ভারসাম্য বিশ্লেষণে এটি জড়িত।	সামগ্রিক ভারসাম্য বিশ্লেষণের সাথে এটি জড়িত।
১৩। প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থা	কোনো দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থা ব্যষ্টিক অর্থনীতির আলোকে নির্ণয় করা যায় না।	পক্ষান্তরে, কোনো দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থা সামষ্টিক অর্থনীতির আলোকে নির্ণয় করা যায়।
১৪। গুরুত্ব	অর্থনীতির যেকোনো একক খাত বা বিষয়কে উত্তমরূপে বিশ্লেষণের জন্য ব্যষ্টিক অর্থনীতির গুরুত্ব রয়েছে।	কোনো দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য সামষ্টিক অর্থনীতির গুরুত্ব রয়েছে।
১৫। সমর্থক	ক্ল্যাসিক্যাল এবং নিওক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ এর সমর্থক।	আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ সামষ্টিক অর্থনীতির সমর্থক।

বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুর দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করে ওপরের আলোচনার মাধ্যমে ব্যষ্টিক এবং সামষ্টিক অর্থনীতির বিভিন্ন পার্থক্য সম্বন্ধে অবগত হলেও এদের মধ্যে কোনো মৌলিক বিরোধ নেই। ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি পরস্পরের প্রতিযোগী নয় বরং পরিপূরক।

তাই **অধ্যাপক পি. এ. স্যামুয়েলসন** (P.A. Samuelson) মন্তব্য করেন, "There is really no opposition between Micro and Macro Economics. Both are absolutely vital." অর্থাৎ ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে সত্যিকার কোনো বিরোধ নেই। উভয়ই অতীব প্রয়োজনীয়।

অন্যদিকে **অর্থনীতিবিদ G. Ackley** (অ্যাকলে'র) মতে, "ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য করা যায় না। অর্থনীতির সাধারণ আলোচনায় এ দু'ধরনের বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।"

সুতরাং বলা যায়, অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের সঠিক বিশ্লেষণ ও সমাধানের জন্য ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি একে অপরকে সাহায্য করে।

সামষ্টিক অর্থনীতির হাতিয়ার

Instruments of Macroeconomics

সামষ্টিক অর্থনীতির সংজ্ঞা পর্যালোচনা করলে এর বিষয়বস্তু এবং পরিধি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। সামষ্টিক অর্থনীতি যেসব মূলস্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে প্রসারিত হয়েছে সেগুলোকেই এ অর্থনীতির হাতিয়ার (Instruments) বা চলক (Variables) বলা হয়। সামষ্টিক অর্থনীতির মূলস্তম্ভগুলো হলো রাজস্বনীতি (fiscal policy), আর্থিক নীতি (monetary policy) এবং বিনিময়

হার নীতি (exchange rate policy)। এ সংক্ষিপ্ত রূপরেখাটি প্রতিটি নীতিমালার প্রকৃতি এবং বিভিন্ন উপায়ে তারা স্থিতিশীল এবং টেকসই প্রবৃদ্ধিকে উন্নীত করতে সাহায্য করতে পারে। একটি দেশের জাতীয় আয়-ব্যয় এবং ঋণ কার্যক্রম যে নিয়ম বা নীতিতে পরিচালিত হয়, তা সেদেশের রাজস্বনীতি। অর্থনীতিতে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, উৎপাদন, আয়, সাধারণ দামস্তর, সামগ্রিক চাহিদা ও সামগ্রিক যোগান ইত্যাদি সামষ্টিক চলকসমূহকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করার জন্য সরকার আয়, ব্যয় ও ঋণ নীতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে থাকে। সরকার কর্তৃক গৃহীত ও পরিচালিত এরূপ নীতিমালার সমষ্টিকেই রাজস্বনীতি বলে। আবার কোনো দেশের অর্থের যোগান বা অর্থবাজার ও মূলধন বাজারকে নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার ও অর্থকর্তৃপক্ষ (কেন্দ্রীয় ব্যাংক) যেসব নীতিমালা গ্রহণ করে, তাকে আর্থিক নীতি বলে। আর্থিকনীতি অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণের সাথে মজুরি এবং বাণিজ্যহার সংক্রান্ত নীতির অন্তর্ভুক্তিকেও নির্দেশ করে।

অন্যদিকে, বিনিময় হার হলো কোনো নির্দিষ্ট দেশের প্রতি একক মুদ্রার ক্ষেত্রে অপর কোনো দেশের মুদ্রার মূল্য বা ক্রয়ক্ষমতা। প্রসারিত অর্থে বিনিময় হার নীতির মধ্যেই আর্থিক ও আর্থিক নীতি প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত থাকে যা নীতিকে প্রভাবিত করে। তবে সংকীর্ণ অর্থে এ নীতি গৃহীত হওয়ার ফলে নিজেই বিনিময় হারকে নিপুণভাবে পরিচালিত করে। কাজেই একটি দেশের সামষ্টিক অর্থনীতি প্রধানত আর্থিক এবং রাজস্বনীতিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, যা সামষ্টিক অর্থনীতির মূল ধারণা হিসেবেও বিবেচিত।

শিক্ষার্থীর কাজঃ

নিজস্ব উদাহরণের সাহায্যে ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির দশটি পার্থক্য বর্ণনা করুণ।

সারসংক্ষেপ

- **ব্যষ্টিক অর্থনীতি :** ব্যষ্টিক অর্থনীতি বলতে সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ বা কোনো একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কলাপের আলোচনাকে নির্দেশ করে।
- **সামষ্টিক অর্থনীতি :** অর্থনীতির আওতাভুক্ত কোনো বিষয়কে যখন সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, তখন তাকে সামষ্টিক অর্থনীতি বলে।

পাঠ ১.২ অর্থনৈতিক মডেল
Economic Models

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- অর্থনৈতিক মডেল-এর ধারণা লাভ করবেন,
- দ্বি-খাতবিশিষ্ট অর্থনৈতিক মডেল সম্পর্কে ধারণা পাবেন,
- অর্থনৈতিক মডেল-এর উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মূলপাঠ :

অর্থনৈতিক মডেল

Economic Models

অর্থনীতিতে বা অর্থনীতির সুনির্দিষ্ট কোনো মডেলে অনেকগুলো চলক রয়েছে। অর্থনীতিবিদগণ উক্ত চলকের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে একটি অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এছাড়াও উক্ত চলকগুলোর অতীত ও বর্তমান আচরণ পর্যালোচনা এবং পর্যবেক্ষণ করে এদের ভবিষ্যৎ আচরণ সম্পর্কে পূর্বাভাস প্রদান করেন। অন্যভাবে বলা যায়, অর্থনৈতিক মডেল হলো বাস্তবতার একটি সরলীকৃত সংস্করণ যা আমাদের অর্থনৈতিক আচরণ সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ, বুঝতে এবং ভবিষ্যদ্বাণী করতে সহায়তা করে। একটি মডেলের উদ্দেশ্য হলো একটি জটিল বাস্তব জগতের পরিস্থিতিকে গ্রহণ করা এবং এটিকে অপরিহার্যতার দিকে ঠেলে দেওয়া। Oxford Economics এর গ্লোবাল ইকোনমিক মডেল পূর্বাভাস এবং পরীক্ষার পরিস্থিতিগুলোর জন্য একটি কঠোর এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ কাঠামো সরবরাহ করে। যেমন ৫টি দেশের একটি বিশ্বব্যাপী সমন্বিত অর্থনৈতিক মডেল চিন্তা করি। এটি তেলের দামের পরিবর্তনের প্রভাব বা চীনের ধীরগতির প্রবৃদ্ধির প্রশ্নগুলোর সমাধান করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এরূপ মডেল বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন, শিল্প, বাণিজ্য এবং শহর ও গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রায় পূর্বাভাসের ভিত্তি তৈরিতেও সহায়তা করবে।

পরিকল্পনার জন্য একক বাজারের পূর্বাভাস বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিবেশের জটিলতাকে উপেক্ষা করে, যা বহিরাগত কারণগুলোর দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয় যা ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কোভিড-১৯, ব্রেক্সিট, তেলের দামের উত্থান-পতন, চীনে মন্দা, ইউরোপসহ বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং প্রধান অর্থনীতিতে অপ্রত্যাশিত নির্বাচনের ফলাফল দেখা গিয়েছে।

আমাদের সম্পূর্ণ সমন্বিত এবং স্বচ্ছ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মডেল একটি কঠোর এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ কাঠামো প্রদান করে যা ব্যবহারকারীদের বিশ্ব অর্থনীতিতে তাদের নিজস্ব অনুমানের প্রভাব মূল্যায়ন করতে দেয়।

অর্থনৈতিক মডেলের প্রকারভেদ

Types of Economic Model

অর্থনৈতিক মডেল বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যেমন : (i) প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি (inflationary expectations) জনিত মডেল, (ii) চলক এবং সমীকরণের মাধ্যমে গাণিতিক মডেল, (iii) অর্থনৈতিক বক্তব্যকে যখন চিত্র, রেখা, লাইনের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়, এরূপ Visual Models, (iv) আদিখেত্যা (Simulation) মডেল যেখানে মৌলিকভাবে মডেলটি গাণিতিক হলেও উপস্থাপন করা হয় কম্পিউটারের মাধ্যমে এবং জটিলতা সম্পর্কে ব্যবহারকারীর নিকট স্বচ্ছ ধারণা রয়েছে। (v) তথ্য (data) নির্ভর গাণিতিক মডেল বা Empirical Model, (vi) অধিকাংশ অর্থনৈতিক মডেল সময়ের প্রেক্ষিতে তুলনামূলকভাবে স্থির (comparative static) এবং গতিশীল (dynamic)।

দ্বিখাতবিশিষ্ট অর্থনৈতিক মডেল

Two-Sectors Economic Model

সামগ্রিক আয়–চক্রাকার প্রবাহ

National Income– Circular Flow

সামগ্রিক আয়ের চক্রাকার প্রবাহ : উৎপাদন বা ব্যবসায় ক্ষেত্রের সাথে নাগরিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রের বিনিময় প্রবাহকে সামগ্রিক আয়ের চক্রাকার প্রবাহ বলে।

সামগ্রিক আয়ের চক্রাকার প্রবাহ মডেল বিভিন্ন খাতে বা অর্থনীতিতে লক্ষ্য করা যায়। যেমন :

ক. দ্বি-খাতবিশিষ্ট মডেল বা অর্থনীতি যেখানে পরিবার (household) এবং উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্ম (business sectors বা firm) বিদ্যমান।

খ. ত্রি-খাতবিশিষ্ট মডেল বা অর্থনীতি যেখানে 'ক' খাতের বিষয়গুলোর সাথে সংযুক্ত রয়েছে সরকারি খাত (Government Sectors)।

গ. চার-খাতবিশিষ্ট মডেল যেখানে 'খ' খাতের বিষয়গুলোর সাথে সংযুক্ত রয়েছে 'বৈদেশিক খাত' (Foreign Sectors)।

সামগ্রিক আয়ের চক্রাকার প্রবাহ ধারণাটি সর্বপ্রথম **প্রফেসর পি. এ. স্যামুয়েলসন** (Prof. P.A. Samuelson) প্রদান করেন। তাঁর মতে, "সামগ্রিক আয় হলো একটি প্রবাহ ধারণা (National Income is a flow concept), যার মধ্যে সন্নিবিষ্ট রয়েছে উৎপন্ন সামগ্রীর প্রবাহ ও উৎপাদন কাজে নিযুক্ত উপকরণগুলোর আয়ের প্রবাহ।" এ ধারণা সম্পর্কে **আর. জি. লিপসি** (R. G. Lipsey) বলেন, "আয়ের চক্রাকার প্রবাহ দেশের পরিবারবর্গ হতে দেশের ফার্ম বা উৎপন্ন খাতসমূহের কাছে অর্থ প্রবাহ এবং এর বিপরীত প্রবাহ প্রক্রিয়া হলো সামগ্রিক আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহ।"

ওপরের সংজ্ঞাদ্বয় পর্যালোচনা করলে বলা যায়, সামগ্রিক আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহে দ্বিমুখী প্রবাহ রয়েছে। যথা :

(ক) দ্রব্য ও সেবা প্রবাহ (Goods and services flow),

(খ) আর্থিক আয় প্রবাহ (Income or earning flow)।

এ দুটি খাতের মধ্যে কীভাবে আয়-ব্যয়ের প্রবাহ হয় তা ব্যাখ্যার জন্য কতিপয় অনুমিত শর্ত গ্রহণ করা হয় ।

অনুমিত শর্ত :

১. বদ্ধ অর্থনীতি বিবেচ্য, অর্থাৎ সরকারি খাত ও বহির্বাণিজ্য খাত নেই।

২. জনগণ ও ফার্ম এ দুটি খাত বিবেচ্য।

৩. জনগণ বলতে কেবলমাত্র ভোক্তাকে বোঝায়।

৪. আয়ের সম্পূর্ণ অংশ ভোগের ক্ষেত্রে ব্যয়িত হয়।

চিত্রে সামগ্রিক আয়ের চক্রাকার প্রবাহ :

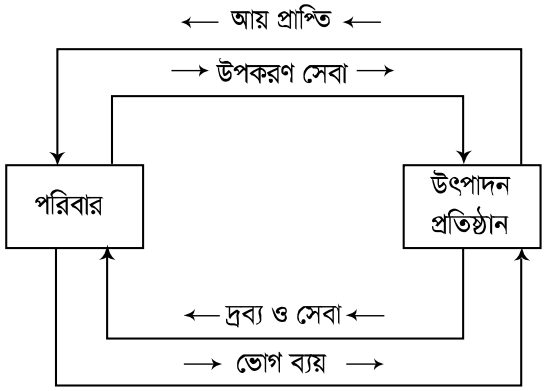

চিত্র ১.৩ : জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহ

বিশ্লেষণ : (ক) দ্রব্য ও সেবা প্রবাহ : উৎপাদন প্রতিষ্ঠান পরিবার থেকে উপকরণ (ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন) নিয়োগের ফলে, উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা তথা উৎপন্ন প্রবাহ পরিবারের চাহিদা মেটানোর জন্য উৎপাদন খাত থেকে পরিবার খাতের দিকে প্রবাহিত হয়। ক্রয়কৃত এ দ্রব্য ও সেবা ভোগের ওপর উৎপাদন নির্ভরশীল।

(খ) আয় প্রবাহ : পরিবার খাত উপকরণ-সেবা বিক্রির মাধ্যমে আয় (খাজনা + মজুরি + সুদ + মুনাফা) অর্জন করে। উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্ম উৎপাদন চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ-সেবা পরিবারের নিকট থেকে ক্রয় করে। তাই ফার্মের ব্যয় পরিবারের আয় হিসেবে বিবেচিত হয়।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, The two-sector model which consists of only household and firm sectors represents a private closed economy in which there is no government and no foreign trade. এক্ষেত্রে বলা যায়, একটি বদ্ধ অর্থনীতিতে শিল্পখাত থেকে জনগণের নিকট আয়ের প্রবাহ, জনগণের কাছ থেকে শিল্পের কাছে ব্যয়ের প্রবাহ পরিবর্তিত হয়। আবার জনগণের কাছে শিল্পখাত হতে দ্রব্য ও সেবা আসে। অনুরূপভাবে শিল্পখাত জনগণ থেকে উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ পেয়ে থাকে। এভাবেই সামগ্রিক আয়ের চক্রাকার প্রবাহ (circular flow) আবর্তিত হয়ে থাকে।

অতিরিক্ত আলোচনা : পূর্বের সামগ্রিক আয়ের চক্রাকার প্রবাহ ধারণায় আয়ের সবটাই ভোগ ক্ষেত্রে ব্যয় হয় ধরা হলেও বাস্তবে মানুষ আয়ের কিছু অংশ সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ করে। তাই দ্বি-খাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে সঞ্চয় (S), বিনিয়োগ (I) ধারণার সমন্বয়ে সামগ্রিক আয়ের চক্রাকার প্রবাহ ধারণাটি এখানে উপস্থাপন করা হলো। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পর সমান (S = 1) হলে অর্থনীতিতে চক্রাকার প্রবাহজনিত ভারসাম্য বিদ্যমান থাকবে।

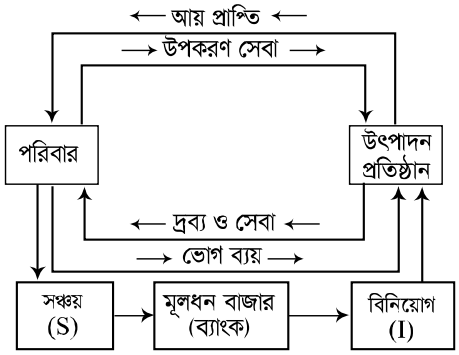

চিত্র ১.৪

মানুষ বর্তমান ভোগের পর আয়ের কিছু অংশ সঞ্চয় করে যা মূলধন বাজারে প্রবেশ করে। মূলধন বাজার হতে বিনিয়োগের মাধ্যমে পুনরায় তা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে। এভাবেও সামগ্রিক আয়ের চক্রাকার প্রবাহ ধারণাটি ব্যাখ্যা করা যায়।

অর্থনৈতিক মডেলের উদ্দেশ্য

Purpose of Economic Model

অর্থনৈতিক মডেলের উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ :

ক. অর্থনৈতিক মডেলে ব্যবহৃত চলকগুলোর অর্থনৈতিক আচরণ সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ, বুঝতে এবং ভবিষ্যদ্বাণী করতে সাহায্য করে।

খ. অর্থনৈতিক মডেলের উদ্দেশ্য হলো একটি জটিল, বাস্তব বিশ্বের পরিস্থিতি গ্রহণ করা এবং এটিকে অপরিহার্যতার দিকে ঠেলে দেওয়া।

গ. পূর্ণপ্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারে লেনদেন করা পণ্যের দাম ও পরিমাণের ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ করা।

ঘ. মডেলে ব্যবহৃত সমীকরণের বিভিন্ন চলকের (যেমন, আয়, উৎপাদন, বিনিয়োগ...) ফাংশনের সরবরাহ ও চাহিদার স্তর নির্ধারণ করা।

ঙ. অর্থনৈতিক মডেলের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, অর্থনৈতিক ধারণাগুলো যথেষ্ট স্পষ্ট করা, যাতে ব্যক্তি, সংস্থা বা সরকার তাদের সিদ্ধান্ত নিতে ধারণাসমূহের জ্ঞান ব্যবহার করতে পারে। অর্থনীতিবিদরা প্রশ্নের উত্তর দিতে অর্থনৈতিক মডেল ব্যবহার করেন।

চ. অর্থনৈতিক মডেল অর্থনৈতিক চিন্তাধারা পরীক্ষা করে যে, কীভাবে মানুষ অভাবের শর্তে উৎপাদন, ব্যয় এবং বিতরণ বা বণ্টনের ব্যবহার পছন্দ করে।

ছ. অর্থনৈতিক মডেল, বাজারের ফলাফলে সরকারি নীতি এবং করের প্রভাবগুলোও পরীক্ষা বা বিশ্লেষণ করে।

অর্থনৈতিক মডেল-এর বৈশিষ্ট্য

Characteristics of Economic Model

একটি ভালো অর্থনৈতিক মডেলে নিম্নের সাতটি স্বীকৃত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে। যেমন :

১. **মিতব্যয়িতা (Parsimony) :** একটি অর্থনৈতিক মডেল তখনই উৎকৃষ্ট হিসেবে বিবেচিত হবে যদি এটি বাস্তবায়নে ব্যয় যথাসম্ভব বিচক্ষণতার সাথে সর্বনিম্ন রাখা যায়।

২. **সহজ পরিচালনযোগ্য (Tractability) :** অর্থনৈতিক মডেলটি স্থবির, কঠিন বা ব্যয়বহুল যাতে না হয়। এটি যাতে সহজে পরিচালনা করা যায়, এরূপ হওয়া আবশ্যক।

৩. **ধারণাগত অন্তর্দৃষ্টি (Conceptual insightfulness) :** অর্থনৈতিক মডেলটির অভ্যন্তরীণ বক্তব্যটি অত্যন্ত গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত, স্বচ্ছ ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে।

৪. **সাধারণীকরণ (Generalizability) :** একটি উৎকৃষ্ট অর্থনৈতিক মডেল-এর অন্তর্নিহিত বক্তব্যটি সাধারণীকরণ হওয়া বা থাকা আবশ্যক। সমাজের প্রায় সকল ব্যক্তির জন্য এ মডেলটি প্রযোজ্য বলা যায়।

৫. **মিথ্যা প্রকাশ বা বিকৃতকরণ (Falsifiability) নয় :** অর্থনৈতিক মডেলটি সত্য, যুক্তিনির্ভর এবং বাস্তবতাপূর্ণ হওয়া উচিত। এ মডেল কোনো মিথ্যা তত্ত্ব, তথ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নি।

৬. **অভিজ্ঞতাজনিত ধারাবাহিকতা (Empirical Consistency) :** অর্থনৈতিক মডেলটি ধারাবাহিক অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ এর বক্তব্য, তত্ত্ব, তথ্যের দৃঢ়তা রয়েছে।

৭. **ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ নির্ভুলতা (Predictive precision) :** অর্থনৈতিক মডেলটি যে ভবিষ্যৎ বক্তব্য প্রকাশ করবে, তা নির্ভুল হিসেবেই বিবেচিত হবে।

অর্থনৈতিক মডেল-এর সীমাবদ্ধতা

Limitations of Economic Model

বেশিরভাগ অর্থনৈতিক মডেল বেশ কয়েকটি অনুমানের ওপর নির্ভর করে যা সম্পূর্ণ বাস্তবসম্মত নয়। অথবা, মডেলটি এমন বিষয়গুলো বাদ দিতে পারে যা প্রশ্ন বিবেচনা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যেমন বাহ্যিকতা।

সামগ্রিক চাহিদা, সম্পদ এবং বিশেষ করে অতিরিক্ত আর্থিক ঝুঁকি গ্রহণের সময় অপর্যাপ্ত মনোযোগের ফলে মডেল ব্যর্থ হতে পারে।

যেহেতু অর্থনীতি শুধুমাত্র অনুকূল ভবিষ্যদ্বাণী করেই সন্তুষ্ট হয় না বরং কারণ এবং প্রভাবের দিক দিয়ে বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করার আকাঙ্ক্ষা করে। অর্থনীতিবিদদের অনেকগুলো অনুমানের প্রয়োজন এর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো সংযোজন এবং রৈখিকতা (Linearity)।

শিক্ষার্থীর কাজ :

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ধারণার সাহায্যে সামগ্রিক আয়ের চক্রাকার প্রবাহ ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

অর্থনৈতিক মডেল : একটি বাস্তব জগতের জটিল পরীক্ষা পরিস্থিতির অর্থনৈতিক আচরণ সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ, বুঝতে এবং ভবিষ্যদ্বাণী করতে বাস্তবতার যে সরলীকৃত সংস্করণ ব্যবহার করা হয়, তাকেই অর্থনৈতিক মডেল বলা যায়।

বৈশিষ্ট্য : অর্থনৈতিক মডেল এর সাতটি বৈশিষ্ট্য হলো :

১. বাস্তবায়ন ব্যয় সর্বনিম্নকরণ,
২. সহজ পরিচালনযোগ্য,
৩. ধারণাগত অন্তর্দৃষ্টি বিদ্যমান,
৪. অন্তর্নিহিত বক্তব্যের সাধারণীকরণ হওয়া আবশ্যক,
৫. মডেলটি সত্য, যুক্তিনির্ভর এবং বাস্তবতাপূর্ণ হওয়া উচিত,
৬. অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত,
৭. ভবিষ্যদ্বাণীর নির্ভুলতা বিদ্যমান।

পাঠ ১.৩ বাণিজ্য চক্র
Business Cycle

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- বাণিজ্য চক্রের ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- বাণিজ্য চক্র ধারণার সমালোচনা/দুর্বলতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

মূলপাঠ :

বাণিজ্য চক্র

Business Cycle

বাণিজ্য চক্র সম্পর্কে অনেক অর্থনীতিবিদ মতামত ব্যক্ত করলেও অধ্যাপক P.A. Samuelson; J.R. Hicks; J.A. Schumpeter এবং J.M. Keynes এর বক্তব্যসমূহ যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছে। এছাড়াও R.G Hawtrey এবং F.A. Hayek বাণিজ্য চক্র সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

Hayek পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা ধরে নিয়ে সুদের হার, ব্যাংক ঋণ, বিনিয়োগের পরিমাণ এবং স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয় এসবের মাধ্যমে বাণিজ্য চক্রের উত্থান-পতন ব্যাখ্যা করলেও চলকসমূহের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। একইভাবে হট্রের বাণিজ্য চক্র ব্যাখ্যায় ব্যাংক ঋণ ও কার্যকর চাহিদার পরিবর্তন; কেইন্সের মতে বিনিয়োগের অস্থিতিশীলতার কারণে দেশে আয়, নিয়োগ ও উৎপাদন পরিবর্তিত হয়; স্যুম্পিটার 'নতুন প্রবর্তন' (innovation) এবং 'উদ্যোক্তার ভূমিকা' কে বাণিজ্য চক্রের মূল কারণ হিসেবে বিবেচনা করেন এবং স্যামুয়েলসন তাঁর মডেলে সময়ের পরিধির কথা বলেননি, বাণিজ্য চক্রের উত্থান-পতনের সীমা নির্ধারণ করেন নি। কিন্তু হিকস্ সময় পরিধির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং উর্ধ্বসীমা ও নিম্নসীমা বেঁধে দিয়ে বাণিজ্য চক্রের গ্রহণযোগ্য বিশ্লেষণ করেন।

বাণিজ্য চক্র বা চক্রগুলো অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিস্তৃত পরিসরে সৃষ্টি হয়। এটি উৎপাদন, আয়, কর্মসংস্থান এবং বিক্রয়ের মধ্যে সমন্বিত চক্রীয় উত্থান এবং নিম্নগতির সমন্বয়ে গঠিত। এরূপ বাণিজ্য চক্র জাতির সামগ্রিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই ঘটে, পরিবর্তনের এ ক্রমটি পুনরাবৃত্ত (This sequence of changes is recurrent) কিন্তু পর্যায়ক্রমিক নয় (but not periodic)।

একটি দেশের উৎপাদন আয় সব সময় ভারসাম্যের পথ ধরে অগ্রসর হয় না। কখনও ভারসাম্যের পথ ছাড়িয়ে তা ওপরে ওঠে আবার কখনও তা নিচে নামে। এভাবেই বাণিজ্যচক্র দেখা দেয়। বাণিজ্য চক্রের উর্ধ্ব ও নিম্নসীমার মধ্যে আয় ও উৎপাদনের আবর্তন বা ওঠা-নামা চলে যা সর্বদা একইরূপ বা একই হারে হবে না।

অর্থনীতিতে আয় যখন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে, ভোগ ও বিনিয়োগও তখন বাড়ে, ফলে পরবর্তীতে আয় আরও বাড়ে। আবার আয় যদি ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে, তখন বিনিয়োগ কমতে শুরু করে। বিনিয়োগের হ্রাস যদি ভোগ বৃদ্ধিকেই ছাড়িয়ে যায়, তখন আয় কমতে শুরু করে।

রেখাচিত্রে বাণিজ্য চক্র :

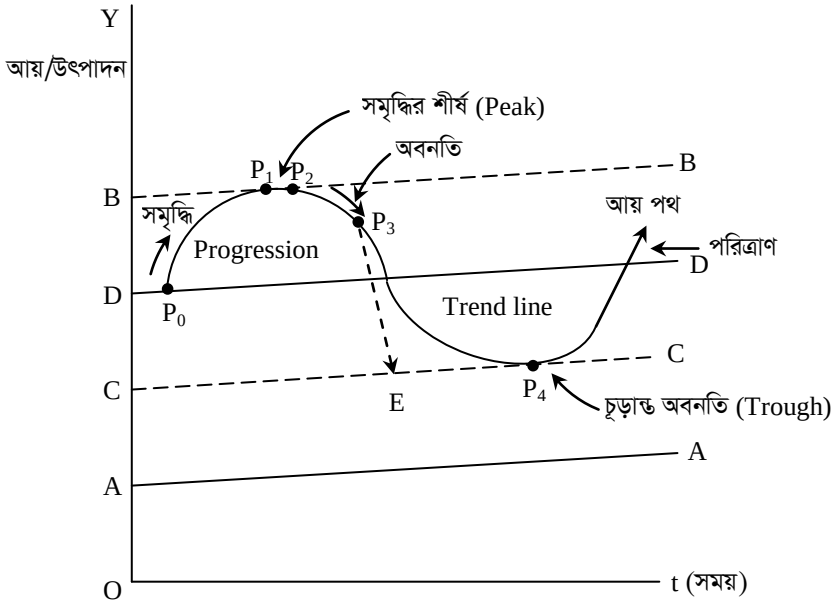

চিত্র ১.৫ : বাণিজ্য চক্রের উত্থান-পতন

চিত্র পরিচিতি : চিত্রে AA স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ রেখা যা সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে নির্দিষ্ট হারে বাড়ে, তাই AA রেখাটি কিছুটা উর্ধ্বগামী।

DD রেখা উৎপাদন বা আয়ের ভারসাম্যের পথ নির্দেশ করে। প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা এবং প্রান্তিক বিনিয়োগ প্রবণতা যদি সবসময় স্থির থাকে তবে স্বয়ম্ভূত ও প্ররোচিত বিনিয়োগ এবং ভোগ ব্যয়ের পরিবর্তনের যৌথ প্রক্রিয়ার দ্বারা AA রেখার সমান্তরাল হয়ে DD আয় বা উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির পথ নির্দেশ করে।

CC এবং BB রেখা উৎপাদনের ভারসাম্যের যথাক্রমে সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ সীমারেখা হিসেবে বিবেচিত। সম্পদের সীমাবদ্ধতার দ্বারা উক্ত সর্বোচ্চ সীমা (upper limit বা ceiling) নির্দেশ করা হয়। পক্ষান্তরে আয় পথের সর্বনিম্ন সীমা হলো শূন্য (0) আয়স্তর যা চরম সীমা (absolute floor) যার নিচে আয় বা উৎপাদন নামে না। কারণ ভোগ চাহিদা কখনও শূন্য হয় না, নতুন বিনিয়োগ না হলেও প্রতিস্থাপন বিনিয়োগ (replacement investment) কিছু থাকেই। এ অবস্থায় ধনাত্মক ন্যূনতম ভোগ ও বিনিয়োগ চাহিদার দ্বারা সর্বনিম্ন-সীমা নির্ধারিত হয়।

বাণিজ্য চক্রের পর্যায় বিশ্লেষণ :

সমৃদ্ধির শীর্ষ : অধ্যাপক জে আর হিকস্ বিশ্বাস করেন, বাণিজ্য চক্র কখনও উর্ধ্বসীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে না, আবার ভারসাম্যের পথেও স্থির থাকবে না। তবুও আলোচনার শুরুতে DD রেখাতে প্রাথমিক ভারসাম্য বিন্দু P_0 ধরে নিই। এখন যদি বহিস্থ (exogenous) কারণে (নতুন আবিষ্কার) স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ AA পথে বাড়ে। তখন স্বয়ম্ভূত ও প্ররোচিত বিনিয়োগ ও ভোগের প্রভাবে আয় P_0 থেকে P_1 এ উন্নীত হয়ে কিছুকাল পর পূর্ণ নিয়োগ দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। সময় ব্যবধানে প্ররোচিত বিনিয়োগের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য কিছুটা সময় (P_1P_2) লাগে।

বাণিজ্য চক্রের অধোগতি : শীর্ষাবস্থায় পৌঁছানোর কিছুকাল পর ভোগ ব্যয় পর্যাপ্ত হয় না, প্ররোচিত বিনিয়োগ হ্রাস পায়, প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা একের চেয়ে কম হওয়ায় এবং প্রতিস্থাপন ব্যয়ের কারণে প্ররোচিত বিনিয়োগ এবং ভোগ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে উৎপাদন কমতে শুরু করে DD এর দিকে অগ্রসর হয়।

মন্দা : প্ররোচিত বিনিয়োগ এবং ভোগ ব্যয় হ্রাসের ফলে উৎপাদন বা আয় কমে DD তে এসেই শেষ হয় না বরং $P_2P_3P_4$ এর দিকেই অগ্রসর হয়। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো আয় P_2P_3E পথের ন্যায় দ্রুতভাবে হ্রাস পায় না। হিকস্ মত প্রকাশ

করেন যে, প্ররোচিত বিনিয়োগ ও ভোগ ব্যয়ের কারণে নিম্নগতি ও ঊর্ধ্বগতি একইরূপ হয় না। যখন ঊর্ধ্বগতি তখন উৎপাদন দ্রুত বাড়ে আবার যখন নিম্নগতি তখন অবিনিয়োগ (disinvestment) সীমিত হয়ে পড়ে। ফলে উৎপাদন ধীরগতিতে নামলেও নিম্নসীমার (CC) নিচে নামতে পারে না। কারণ স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ ধনাত্মক এবং প্রান্তিক ভোগ প্রবণতাও শূন্য অপেক্ষা অধিক, তাই আয় পথের সন্মুখযাত্রা বজায় থাকবে।

পরিত্রাণ : স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগের সন্মুখ কার্যক্রম বজায় থাকায় মন্দা হতে পরিত্রাণের সূচনা হয়। প্রথমে DD তে আয় বা উৎপাদন পৌঁছানোর পর প্ররোচিত বিনিয়োগ এবং ভোগ ব্যয় বৃদ্ধির ফলে তা ঊর্ধ্বসীমায় বা পূর্ণনিয়োগে পৌঁছায়। এভাবে স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ, প্ররোচিত বিনিয়োগ এবং ভোগ ব্যয়ের প্রভাবে উৎপাদন বা আয়ের আবর্তন চলতে থাকে।

সমালোচনা :

১. হিকস্ বিশ্বাস করেন, স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগের পরিবর্তনের ফলে আয়ের পরিবর্তন নির্দিষ্ট হারে হয়, কিন্তু তা বাস্তবসম্মত নয়। সময়ের পরিবর্তনের ফলে সমাজে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতারও পরিবর্তন ঘটে। তাই স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ এবং আয়ের পরিবর্তনও স্বাভাবিক।

২. অনুমান করা হয় যে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত উৎপাদনের সঙ্গে প্ররোচিত বিনিয়োগের অনুপাত স্থির থাকে। কিন্তু Kaldor মনে করেন, আয়ের পরিবর্তন হলেই বিনিয়োগ সর্বদাই পরিবর্তন নাও হতে পারে।

৩. অধ্যাপক Kaldor বলেন, বাণিজ্য চক্রে তখনই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্ররোচিত বিনিয়োগ ও আয়ের অনুপাত ভালোভাবে ক্রিয়াশীল হবে যখন ভোগ্য শিল্পগুলোতে অতিরিক্ত উৎপাদনক্ষমতা থাকে না। কিন্তু বাস্তবে শিল্পগুলোতে অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা থাকে।

৪. হিকস্ বিশ্বাস করেন, স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ নির্দিষ্ট গতিতে পরিচালিত হয়। কিন্তু বাস্তবে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ ওঠানামা করতে পারে।

৫. বক্তব্যে উল্লিখিত স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ ও প্ররোচিত বিনিয়োগের পার্থক্য অস্পষ্ট। স্বল্পকালে যা স্বয়ম্ভূত হিসেবে বিবেচিত, দীর্ঘকালে তা প্ররোচিত হতে পারে।

৬. বাণিজ্য চক্রে বর্ণিত ঊর্ধ্বসীমার ধারণাটি সঠিক নয়। কারণ পূর্ণনিয়োগজনিত উৎপাদন নির্ভর করে প্রাপ্ত সম্পদের ওপর। সেক্ষেত্রে মূলধন মজুত বাড়লে ঊর্ধ্বসীমাও বাড়বে।

৭. বাণিজ্য চক্রে বর্ণিত মন্দার স্তর তার সম্প্রসারণ স্তর অপেক্ষা বড় যা বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়নি।

৮. অধ্যাপক হিকস্‌ের ধারণা, স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগের বৃদ্ধির দ্বারা চরম মন্দা হতে উত্তরণের পথ তৈরি হয়। কিন্তু এরূপ মন্দায় স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ বৃদ্ধি না পেয়ে বরং হ্রাসও পেতে পারে।

তবে বাণিজ্য চক্র সাধারণত যে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা বাজারের সাথে সম্পর্কিত চলকসমূহকে নিয়ে আবর্তিত হয়। আধুনিক অর্থনীতির অর্থনৈতিক গতি বিশ্লেষণ, ব্যয়-লাভ বিশ্লেষণে এর গুরুত্ব বা তাৎপর্য অনস্বীকার্য।

শিক্ষার্থীর কাজ :

উদাহরণের সাহায্যে বাণিজ্য চক্রের বিভিন্ন পর্যায়সমূহ ব্যাখ্যা করুণ।

সারসংক্ষেপ

বাণিজ্য চক্র : যেকোনো দেশেই ব্যাংক ঋণ, কার্যকর চাহিদার পরিবর্তন, বিনিয়োগের অস্থিতিশীলতা এবং নতুন প্রবর্তনের ফলে উৎপাদন, আয়, কর্মসংস্থানে চক্রীয় উত্থান-পতন লক্ষ্য করা যায়। এটি সামগ্রিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই ঘটে, যা বাণিজ্য চক্র নামে অভিহিত।

বাণিজ্য চক্রে সমৃদ্ধির শীর্ষ, অধোগতি, মন্দা এবং পরিত্রাণের পর্যায়সমূহ জড়িত থাকে।

পাঠ ১.৪ সামগ্রিক চাহিদা
Aggregate Demand

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- সামগ্রিক চাহিদার ধারণা লাভ করবেন,
- সামগ্রিক চাহিদার উপাদান সম্পর্কে জানতে পারবেন,
- সামগ্রিক চাহিদা রেখার নিম্নগামিতার কারণ এবং রেখার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মূলপাঠ :

সামগ্রিক চাহিদা (Aggregate Demand)

সামগ্রিক চাহিদা অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। কোনো দেশের জনগণ একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দামে যে পরিমাণ পণ্যদ্রব্য ও সেবা ক্রয় করতে আগ্রহী তার সমষ্টিকে সামগ্রিক চাহিদা বলে। অন্যভাবে বললে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের সকল জনগণ তাদের প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য এবং সেবা ক্রয়ের জন্য যে ব্যয় নির্বাহ করবে তার সমষ্টিই হলো সামগ্রিক চাহিদা।

সামগ্রিক চাহিদার উপাদান (Elements of Aggregate Demand)

সামগ্রিক চাহিদার উপাদান হলো : বেসরকারি ভোগ ব্যয় (C), বেসরকারি বিনিয়োগ ব্যয় (I), সরকারি ব্যয় (G) এবং নিট রপ্তানি (X–M); এখানে X হলো রপ্তানির পরিমাণ এবং M হলো আমদানির পরিমাণ।

সামগ্রিক চাহিদা বিভিন্ন খাতভিত্তিক হয়। যেমন :

ক. দ্বিখাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে $AD = C + I$

খ. ত্রি-খাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে $AD = C + I + G$ (বদ্ধ অর্থনীতি)

গ. চারখাতবিশিষ্ট বা মুক্ত অর্থনীতিতে সামগ্রিক চাহিদা $AD = C + I + G + (X - M)$

এক্ষেত্রে **(ক) বেসরকারি ভোগ ব্যয় (C) :** দেশের সকল বেসরকারি ব্যক্তি বা পরিবারবর্গ ভোগের লক্ষ্যে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে যে ব্যয় নির্বাহ করে, তাকে বেসরকারি ভোগ ব্যয় বলে।

(খ) বেসরকারি বিনিয়োগ ব্যয় (I) : কোনো দেশের সকল বেসরকারি জনগণ এবং উদ্যোক্তা দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদনের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়ে যে ব্যয় নির্বাহ করে থাকে, তাকে বেসরকারি বিনিয়োগ ব্যয় বলে।

(গ) সরকারি ব্যয় (G) : যেকোনো দেশের সরকার রাজস্ব এবং উন্নয়নমূলক খাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো সরকার রাজস্ব এবং উন্নয়নমূলক খাতে যে ব্যয় নির্বাহ করে থাকে, তাকে সরকারি ব্যয় বলে।

(ঘ) নিট রপ্তানি (X – M) : পৃথিবীর কোনো দেশই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। যেকোনো দেশেরই উৎপাদিত পণ্য উদ্বৃত্ত থাকতে পারে আবার অন্যদেশে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা থাকতে পারে। এক্ষেত্রে রপ্তানি ও আমদানির ব্যবধানকে নিট রপ্তানি (X – M) বলে।

সামগ্রিক চাহিদা (AD) রেখা ডানদিকে নিম্নগামী কেন?

Why does the Aggregate Demand Curve Slope Downward to the Right?

কোনো দেশের জনগণের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদাকে সামগ্রিক চাহিদা বলে। সামগ্রিক চাহিদা রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে উৎপাদন ও দামস্তরের বিভিন্ন সমন্বয় প্রকাশ পায়। AD রেখার নিম্নগামিতার কারণ অনুসন্ধান করতে হলে দামস্তর এবং উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণের মধ্যে বিপরীত সম্পর্কটি উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

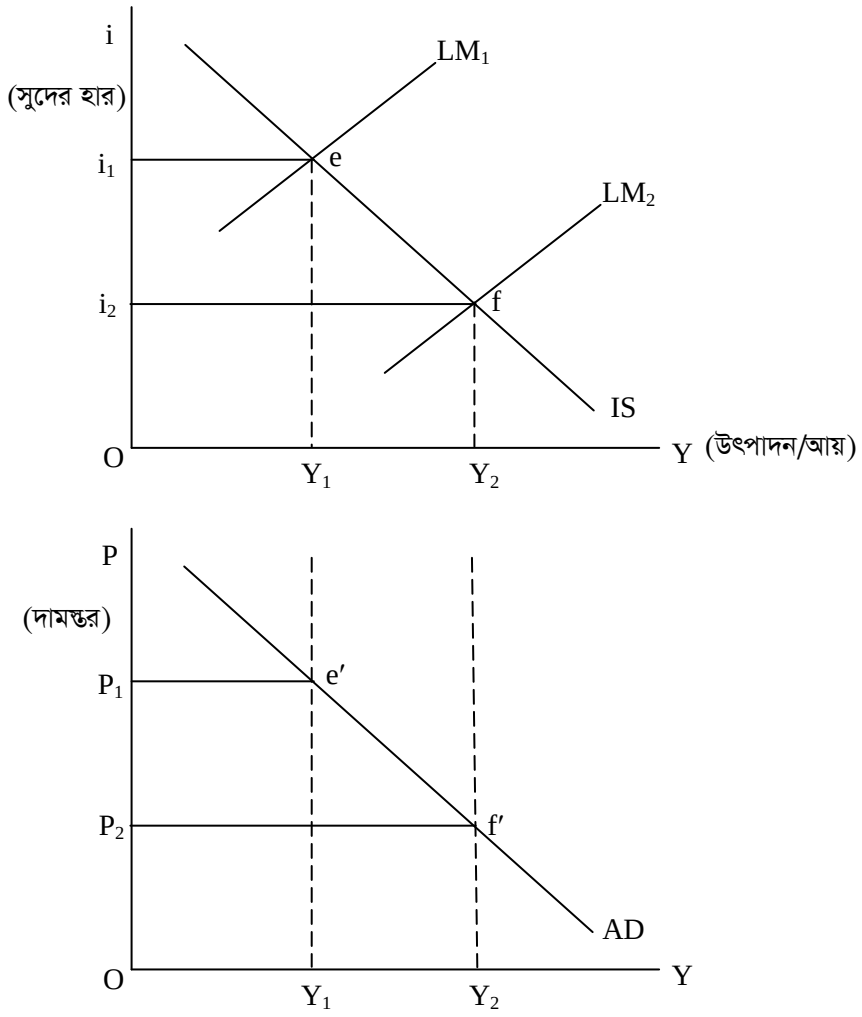

চিত্র ১.৬ : সামগ্রিক চাহিদা রেখায়–দামস্তর ও উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণের মধ্যে সম্পর্ক

চিত্রে নির্ধারিত Y_1 উৎপাদনক্ষেত্রে উৎপন্ন বাজার (IS) এবং অর্থবাজার (LM) উভয়ই ভারসাম্য অবস্থায় থাকে। এখন দামস্তর হ্রাস পেলে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের দ্বারাই পূর্বের তুলনায় অধিক পরিমাণে দ্রব্য ক্রয় করা যায়। এক্ষেত্রে প্রকৃত ব্যালেন্স বৃদ্ধি পেয়ে LM রেখা ডানদিকে LM_1 থেকে LM_2 হয়। তখন সুদের হার হ্রাস পায়, বিনিয়োগ চাহিদা বৃদ্ধি পায়। যে কারণে উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে Y_1 হতে Y_2 হয়। কাজেই যখন দামস্তর বৃদ্ধি পায় তখন জনগণের আর্থিক সক্ষমতা হ্রাস পায়, চাহিদার পরিমাণও হ্রাস পাবে। আবার দামস্তর হ্রাস পেলে জনগণের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। একারণে চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হয়।

[LM_1 পাওয়া যায় প্রকৃত অর্থ মজুদ $\left(\frac{M}{P}\right)$ থেকে। অর্থের পরিমাণ (M) স্থির থেকে দামস্তর (P) যদি কমে, তখন অর্থ যোগানের প্রকৃত মূল্য বাড়ে, ফলে প্রকৃত অর্থ তহবিলের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত যোগান দেখা দিয়ে LM_1 থেকে LM_2 তে স্থানান্তর হবে, সুদের হার i_1 হতে i_2 তে হ্রাস পাবে, জাতীয় আয় Y_1 হতে Y_2 তে বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ অর্থ যোগানের প্রকৃত মূল্য বাড়লে (LM_1 থেকে LM_2) সুদের হার কমে এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়।]

আবার লেনদেন তথা বিনিময় কাজে অর্থের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে সুদের হারও তখন বৃদ্ধি পায়, এর ফলে ভোগ্যপণ্যের এবং মূলধন দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পায়। এ কারণেও সামগ্রিক চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হয়।

সামগ্রিক চাহিদা রেখার বৈশিষ্ট্য

Characteristics of Aggregate Demand

১. সামগ্রিক চাহিদার মাধ্যমে দামস্তরের পরিবর্তন দ্বারা প্রকৃত ব্যয়ের পরিবর্তন তথা সামগ্রিক ভারসাম্যের পরিবর্তন উপলব্ধি করা যায়। নির্দিষ্ট অর্থের পরিমাণ ও রাজস্বনীতির প্রেক্ষিতে স্বয়ম্ভূত ব্যক্তিগত ব্যয় বজায় থাকলে দামস্তরের পরিবর্তনের সাথে প্রকৃত ব্যয়ের কীরূপ পরিবর্তন হয়, তা AD রেখার মাধ্যমে দেখানো হয়।

এক্ষেত্রে দামের পরিবর্তনের দ্বারা প্রকৃত ব্যালেন্সের পরিবর্তন হয়, ফলে LM রেখার স্থান পরিবর্তন ঘটে এবং IS এর সঙ্গে নতুনভাবে ভারসাম্যে উপনীত হয়। এরূপ ভারসাম্যের ক্ষেত্রে অর্থ বাজারের ভারসাম্য ও উৎপন্ন বাজারের ভারসাম্য স্থান পায়। একারণে AD রেখার এক বিন্দু হতে অন্য বিন্দুতে দামের পরিবর্তনের সাথে প্রকৃত ব্যয়ের পরিবর্তন এবং সামগ্রিক ভারসাম্যেরও পরিবর্তন দেখানো হয়।

২. AD রেখার স্থিতিস্থাপকতা দ্বারা দামস্তরের পরিবর্তনের মাধ্যমে উৎপাদন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে পরিবর্তন উপলব্ধি করা যায়। যদি দামস্তরের পরিবর্তন (বা প্রকৃত ব্যালেন্সের পরিবর্তন) দ্বারা ভারসাম্য ব্যয়ের ক্ষেত্রে অধিক পরিবর্তন দেখা দেয়, তখন AD রেখা অধিক স্থিতিস্থাপক হবে (চিত্রে AD_1)। কিন্তু দামস্তরের পরিবর্তনের মাধ্যমে ভারসাম্য উৎপাদন ও ব্যয়ের ওপর প্রভাব সামান্য হলে AD রেখা খাড়া (AD_2) হবে।

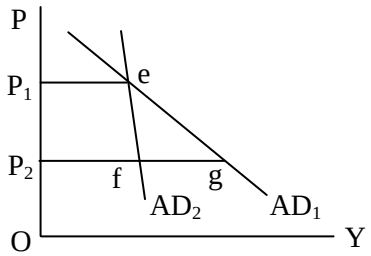

চিত্র ১.৭ : সামগ্রিক চাহিদা রেখার স্থিতিস্থাপকতা

৩. সামগ্রিক চাহিদা রেখার আকৃতি থেকে সুদের হার ও অর্থের চাহিদার সম্পর্ক জানা যায়। এক্ষেত্রে দুটি ধারা রয়েছে। ক্লাসিক্যাল ধারণা অনুযায়ী সুদের হার পরিবর্তিত হলেও অর্থের চাহিদার কোনো পরিবর্তন হয় না। এক্ষেত্রে LM রেখা উল্লম্ব হয়। তখন দামস্তরের পরিবর্তন হলে আয় ও ব্যয়ের ওপর তার প্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। AD রেখা অধিক স্থিতিস্থাপক হলে (অধিক হারে ফ্ল্যাট), তখন সুদের হারের সঙ্গে অর্থের চাহিদার সাড়া দেয়ার মাত্রা খুবই কম। অন্যদিকে কেইন্সের বক্তব্য অনুসারে অর্থনীতিতে তারল্য ফাঁদ থাকলে, নিম্নতম সুদের হারে প্রকৃত ব্যালেন্সের যেকোনো পরিমাণ হাতে রাখতে চায়, তখন দামস্তর কমলেও আয়-ব্যয়ের ওপর প্রভাব সামান্যই পড়ে, অর্থাৎ AD রেখা উল্লম্ব ধরনের হয়। আবার AD রেখা অধিকতর খাড়া হলে বুঝতে হবে দামস্তরের পরিবর্তনের সঙ্গে পরিকল্পিত ব্যয়ের পরিমাণ সাড়া দেয় না।

শিক্ষার্থীর কাজ :

সামগ্রিক চাহিদা রেখা অঙ্কন, নিম্নগামিতার কারণ এবং রেখার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

সারসংক্ষেপ

সামগ্রিক চাহিদা (AD) : কোনো দেশের জনগণ একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দামে তাদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ পণ্যদ্রব্য ও সেবা ক্রয় করতে আগ্রহী তার সমষ্টিকে সামগ্রিক চাহিদা বলে।
সামগ্রিক চাহিদার উপাদান হলো–বেসরকারি ভোগ (C) ও বিনিয়োগ ব্যয় (I); সরকারি রাজস্ব (অনুন্নয়ন) ও উন্নয়ন ব্যয় (G) এবং নিট রপ্তানি (X–M)। এখানে X হলো মোট রপ্তানির পরিমাণ এবং M হলো মোট আমদানির পরিমাণ।

পাঠ ১.৫ সামগ্রিক যোগান
Aggregate Supply

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- সামগ্রিক যোগানের ধারণা লাভ করবেন,
- সামগ্রিক যোগান রেখা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ জানতে পারবেন,
- ভারসাম্য দামস্তর ও আয়স্তর নির্ধারণ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মূলপাঠ :

সামগ্রিক যোগান (AS) :

সামষ্টিক অর্থনীতিতে যোগানের পরিবর্তে সামগ্রিক যোগান ধারণাটি ব্যবহৃত হয়। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশে বিদ্যমান সকল প্রাকৃতিক সম্পদকে দক্ষতার সাথে কাজে লাগিয়ে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদিত হয়, তাকে সামগ্রিক যোগান বলে। দামস্তরের সাথে যেরূপ যোগানের ধনাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান, একইরূপ সম্পর্ক সামগ্রিক যোগানের সাথে। অর্থাৎ দামস্তর বাড়লে সামগ্রিক যোগান বাড়ে এবং দামস্তর কমলে সামগ্রিক যোগান কমে। তাই সামগ্রিক যোগান রেখাটি বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বগামী।

সুতরাং বলা যায়, একটি দেশের উৎপাদনের পরিমাণ বা আয় ও দামস্তরের মধ্যে যে সম্পর্ক রেখার মাধ্যমে দেখানো হয়, তাকে সামগ্রিক যোগান (AS) রেখা বলে।

সামগ্রিক যোগান রেখা সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা

Different Ideas about the Aggregate Supply Curve

(ক) সামগ্রিক যোগান রেখা সম্পর্কে ক্লাসিক্যাল বক্তব্য (Aggregate Supply Curve-Classical View)

ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই পূর্ণ নিয়োগ বিদ্যমান থাকে। সে কারণে সামগ্রিক যোগান রেখা উল্লম্ব বা দাম অক্ষের সমান্তরাল হয়ে থাকে।

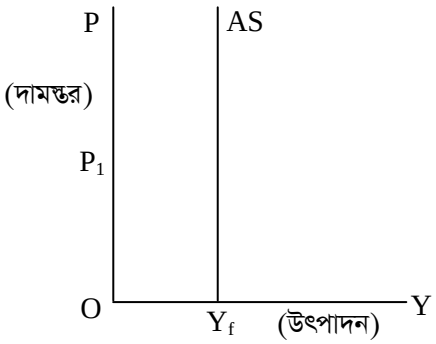

চিত্র ১.৮ : সামগ্রিক যোগান রেখা

চিত্রে Y_f হলো পূর্ণ নিয়োগের উৎপাদন। এখানে AS রেখার দ্বারা প্রকাশ পায়, দামস্তর যাই হোক না কেন, দেশে ক্রিয়াশীল সকল ফার্মসমূহ কর্তৃক যোগানকৃত দ্রব্যের পরিমাণ স্থির থাকে। এ বক্তব্য হতে বোঝা যায়, শ্রমের বাজারে সর্বদাই পূর্ণ নিয়োগ থাকে। তাই উৎপন্ন দ্রব্যের দাম বাড়লেও উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানোর কোনো সুযোগ নেই। ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিতে আরও ধরে নেয়া হয়, পূর্ণ নিয়োগ সম্পন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত প্রকৃত মজুরি সর্বদাই বজায় থাকে। তাই উৎপাদন যেহেতু পরিবর্তন হয় না, তাই ক্লাসিক্যাল সামগ্রিক যোগান রেখা (AS) উল্লম্ব বা দাম অক্ষের সমান্তরাল হয়।

(খ) সামগ্রিক যোগান রেখা সম্পর্কে কেইন্সীয় বক্তব্য (Aggregate Supply Curve–Keynesian View)

কেইন্সের তত্ত্ব অনুসারে সামগ্রিক যোগান রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল। এর অর্থ হলো, চলতি দামে যে পরিমাণ দ্রব্যের চাহিদা থাকে, সেই পরিমাণ দ্রব্যই ফার্ম যোগান দিতে প্রস্তুত থাকে। কেইন্সের মতে, দেশে অপূর্ণ নিয়োগ থাকায়, ফার্ম ইচ্ছামত শ্রমিক নিয়োগ করতে পারে। তবে শ্রমিকেরা মজুরি হ্রাসের প্রস্তাবে কখনও সম্মত হয় না, দীর্ঘকালেও দাম ও মজুরি হ্রাসের কোনো প্রবণতা থাকে না। এ অবস্থায় সামগ্রিক চাহিদা কম থাকলে অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দিবে। কেইন্সের মতে, মন্দার হাত হতে পরিত্রাণের জন্য সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। এভাবে সামগ্রিক চাহিদা বাড়ানো সম্ভব হলে এবং অর্থনীতিতে যথেষ্ট বেকারত্ব থাকলে, সেই বেকার ব্যক্তি দ্বারা একই দামে ফার্মের পক্ষে উৎপাদন করা সম্ভব। তাই এ যোগান রেখাকে পূর্ণস্থিতিস্থাপক সামগ্রিক যোগান রেখা (AS) বলে। এ রেখাকে কেইন্সীয় যোগান রেখাও বলে।

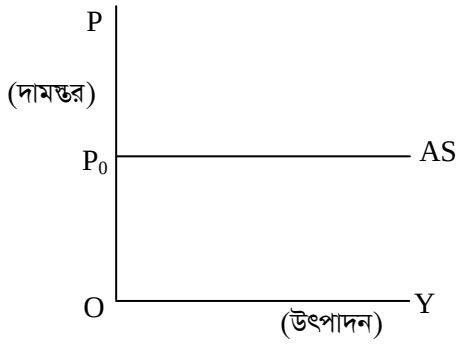

চিত্র ১.৯ : কেইন্সীয় যোগান রেখা

সামগ্রিক যোগান রেখার মধ্যবর্তী পর্যায়ের ব্যাখ্যা : কেইন্সের বক্তব্য অনুসারে যখন অথনীতিতে মন্দা বা বেকারত্ব থাকে তখন সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। যদি সামগ্রিক চাহিদা বাড়ানো যায়, তখন ফার্ম অতিরিক্ত বেকার শ্রমিককে নিয়োগ দিয়ে OP_0 দামেই P_0G পরিমাণ সামগ্রিক যোগান দেয়া সম্ভব। G তে পূর্ণ নিয়োগ অর্জিত হলে অতিরিক্ত কোনো উৎপাদন সামর্থ্য তখন থাকে না। সে অবস্থায় সামগ্রিক চাহিদা বাড়লে দামই কেবল বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ দেশে প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। এমতাবস্থায় উৎপাদন G থেকে F এর দিকেই অগ্রসর হয় বা উৎপাদন Y_f এ স্থির থাকে, কিন্তু দামস্তর বৃদ্ধি পায়।

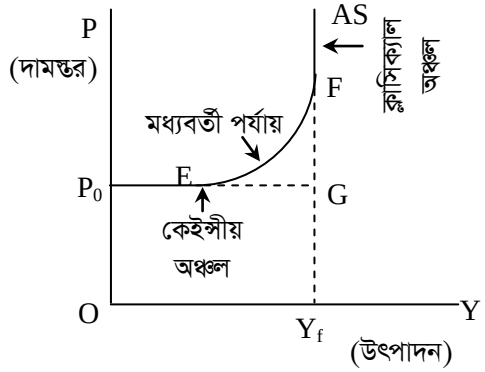

চিত্র ১.১০ : সামগ্রিক যোগান রেখার বিভিন্ন অঞ্চল

একটি দেশের অর্থনীতি যখন প্রসারিত হতে থাকে, তখন একই সময়ে এবং একই সাথে সকল শিল্প কারখানা সমভাবে উৎপাদন সামর্থ্যে পৌঁছায় না। কেউ আগে, কেউ পরে পূর্ণ সামর্থ্য অর্জন করে, ফলে সামগ্রিক দাম সূচক মন্থর গতিতে বাড়ে। তখন ধীরে ধীরে চাহিদা বাড়ে, উৎপাদন বাড়ে এবং দামও কিছুটা বাড়ে। এ অবস্থাটিকে মধ্যবর্তী পর্যায় (intermediate stage) হিসেবে দেখানো হয় (চিত্রে EF)। তখন মন্দা ও মুদ্রাস্ফীতি কোনোটাই প্রকট হয় না।

কেইন্স এ মধ্যবর্তী অঞ্চল সম্পর্কে পৃথক কোনো ধারণা প্রদান করেন নি। তাঁর চিন্তানুযায়ী অর্থনীতিতে যেহেতু বেকারত্ব এবং মন্দাই থাকে তাই তিনি রাজস্বনীতির প্রসারতার দ্বারাই সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির সুপারিশ করেন। সে কারণে সামগ্রিক যোগান (AS) রেখার মধ্যবর্তী EF অঞ্চলটিকে 'প্রসারিত কেইন্সীয় পর্যায়' (extended Keynesian stage) হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

আর্থিক মজুরি নিম্নদিকে অনমনীয় অবস্থায় AS রেখা :

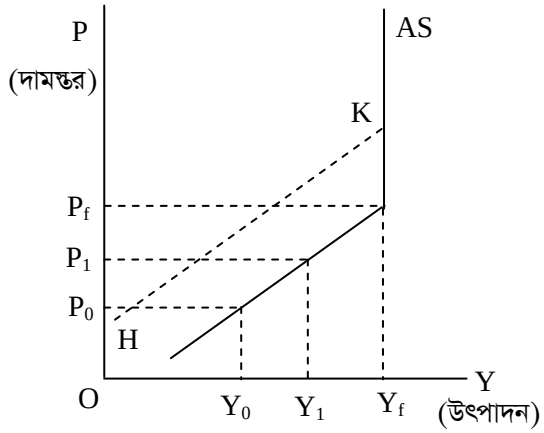

চিত্র ১.১১ : সামগ্রিক যোগান রেখার স্থানান্তর

কেইন্সের ব্যাখ্যায় 'অর্থমায়া' (money illusion) একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। তাঁর মতে, নিম্নদিকে আর্থিক মজুরি অনমনীয়। যতক্ষণ না পূর্ণনিয়োগ অর্জিত না হয় ততক্ষণ দামস্তরের সঙ্গে সামগ্রিক যোগান ধনাত্মক সম্পর্ক বজায় রাখে। চিত্রানুযায়ী নির্ধারিত দামস্তর P_0 হলে উৎপাদন Y_0। এভাবে দামস্তর বৃদ্ধি পেয়ে P_f হলে পূর্ণনিয়োগ এর উৎপাদন হয় Y_f। যখন পূর্ণনিয়োগ অর্জিত হয় তখন অর্থমায়ারও সমাপ্তি ঘটে। পূর্ণনিয়োগে পৌঁছানোর পর AS রেখা উল্লম্ব অক্ষের সমান্তরাল হয়ে যায়।

যদি শ্রমের উৎপাদনশীলতা পরিবর্তিত হয়, নিম্নতম আর্থিক মজুরির যদি পরিবর্তন ঘটে, তখন কেইন্সের সামগ্রিক যোগান রেখা স্থানান্তরিত হতে পারে। শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বাড়লে সামগ্রিক যোগান রেখাটি সম্পূর্ণ স্থানান্তরিত হবে, কিন্তু নিম্নতম মজুরির স্তর বাড়লে সামগ্রিক যোগান রেখার ধনাত্মক অংশটি (HK) কেবলমাত্র বামদিকে স্থানান্তরিত হবে।

সামগ্রিক চাহিদা ও যোগানের সমতা : ভারসাম্য দামস্তর ও আয় নির্ধারণ

Equality of Aggregate Demand and Aggregate Supply : Determining the level of equilibrium Price and Output

সামষ্টিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক মডেল হলো সামগ্রিক চাহিদা ও সামগ্রিক যোগান মডেল। এ মডেলের মাধ্যমে অর্থনীতিতে ভারসাম্য দাম ও উৎপাদন নির্ধারিত হয়।

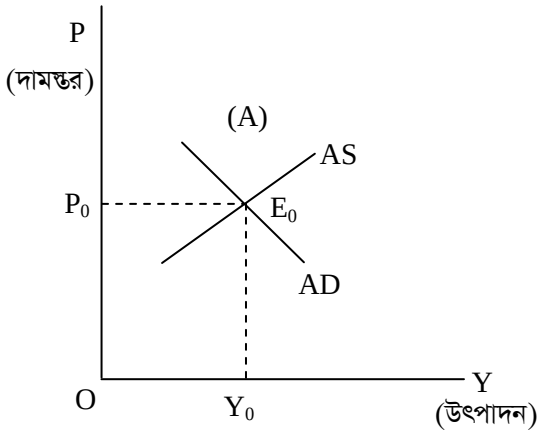

চিত্র ১.১২ : ভারসাম্য উৎপাদন ও দামস্তর নির্ধারণ

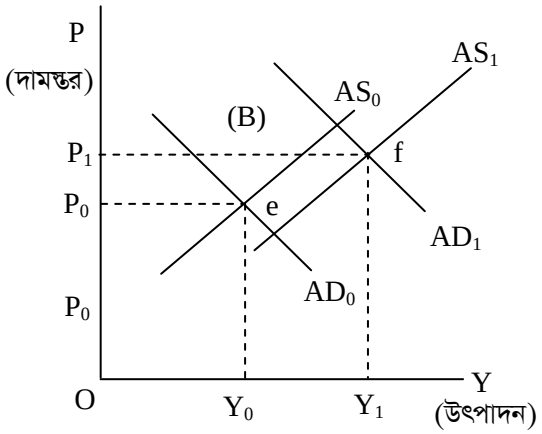

চিত্র ১.১৩ : AD ও AS এর স্থানান্তর এবং ভারসাম্য উৎপাদন ও দামস্তরের পরিবর্তন

(A) চিত্রে E_0 বিন্দুতে সামগ্রিক চাহিদা (AD) ও সামগ্রিক যোগান (AS) পরস্পরকে ছেদ করে। তাই ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারিত হয় যথাক্রমে OP_0 এবং OY_0।

(B) চিত্রে AD ও AS এর স্থানান্তরের ফলে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণের পরিবর্তন দেখানো হলো।

ভোক্তাদের আয়, বিনিয়োগ, অর্থের যোগান, সরকারি ব্যয়, জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং সুদের হার হ্রাসের ফলে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে AD_0 থেকে AD_1 হলে; নতুনত্ব প্রবর্তন, উদ্ভাবন, মানবসম্পদের উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে সামগ্রিক যোগান (AS) রেখা ডানদিকে স্থানান্তরিত হয়ে AS_1 হলে নতুন ভারসাম্য অর্জিত হয় f বিন্দুতে। তখন ভারসাম্য দাম OP_0 হতে OP_1 এ বৃদ্ধি পাবে এবং উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়ে OY_0 হতে OY_1 হবে।

সামগ্রিক চাহিদা বা সামগ্রিক যোগান রেখার স্থানান্তর দ্বারা দাম ও উৎপাদনের পরিবর্তনের পরিমাণ কিরূপ হবে, তা নির্ভর করে সামগ্রিক চাহিদা ও যোগান রেখার ঢালের ওপর। অর্থনীতি AD ও AS দুটি একই দিকে, একই হারে পরিবর্তন নাও হতে পারে, যেকোনো একটিও পরিবর্তন হতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ :

সামগ্রিক যোগানরেখার বিভিন্ন ধারণা উপস্থাপনপূর্বক সামগ্রিক চাহিদা ও যোগানের সমতা সাপেক্ষে ভারসাম্য দামস্তর ও আয় নির্ধারণ করুণ।

সারসংক্ষেপ

সামগ্রিক যোগান : কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশে বিদ্যমান সকল প্রাকৃতিক সম্পদকে দক্ষতার সাথে কাজে লাগিয়ে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদিত হয়, তাকে সামগ্রিক যোগান বলে।

ইউনিট উত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ব্যষ্টিক অর্থনীতি কাকে বলে?
২. সামষ্টিক অর্থনীতি কাকে বলে?
৩. আর্থিক নীতি কাকে বলে?
৪. রাজস্বনীতি কী?
৫. অর্থনৈতিক মডেলের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করো।
৬. সামগ্রিক চাহিদার উপাদানগুলো কী?

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির পার্থক্য আলোচনা করো।
২. দ্বি-খাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহ ধারণাটি ব্যাখ্যা করো।
৩. অর্থনীতিতে বাণিজ্য চক্র ধারণাটি সমালোচনাসহ ব্যাখ্যা করো।
৪. সামগ্রিক চাহিদা রেখার বৈশিষ্ট্য এবং নিম্নগামিতার কারণ আলোচনা করো।
৫. সামগ্রিক যোগান রেখার বিভিন্ন ধারণাসমূহ ব্যাখ্যা করো।
৬. সামগ্রিক চাহিদা ও যোগানের সমতা সাপেক্ষে ভারসাম্য দামস্তর ও আয় নির্ধারণ ব্যাখ্যা করো।